www.banglainternet.com

represents

Rubayyat

Omar Khayyam

রুবাইয়াৎ

ওমর খাইয়াম

১

রাতের ধনুতে প্রভাত ছুঁড়েছে রক্ত-আলোর তীর
আকাশ-বাসরে কৌতুকরত তারকারা অস্থির
কুণ্ঠায় লাজে পলাতক সবে সুদূর দিক্-বিদিকে,
থেমে গেছে তাই সুখ-প্রমত্ত নিশীথের মঞ্জীর।

শাহান শাহের মিনারশীর্ষ ধৌত আলোর নীরে
সূর্যশিকারী মুখর-কণ্ঠ পূব-দিগন্ত তীরে,
পাখী ডেকে বলেঃ সময় হয়েছে জেগে ওঠো মধুমুখী
আলোর কাজলে দু'চোখে তোমার ঢেকে দাও সুপ্তিরে।।

:: www.banglainternet.com ::

২

তখনো প্রহরী সুবেসাদেকের খোলেনি সিংহদ্বার
তখনো ভোরের আকাশে ছড়ানো হাল্কা অন্ধকার,
উদয়শৈলে সূর্য ওঠার তখনো একটু বাকি
নিশিনিমগ্ন প্রকৃতির ঘরে তখনো বন্ধদ্বার।

সরাইখানার দুয়ারে কে যেন সহসা উঠল হাঁকি :
মুসাফির শোনো দুর্লভ যত নিমেষ যেতেছে ডাকি,
সত্তর এসো ভোগের পাত্র ভরে নাও অনুরাগে
দেহের আধারে জীবন-সুরার পিপাসা থাকতে বাকি ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩

অতিথিরা যত মুখর-কণ্ঠ চঞ্চল কলরবে
রুদ্ধ দুয়ারে ডাক দিয়ে বলে : খোলো দ্বার খোলো তবে,
ভোরের পাখীরা কখন দিয়েছে সুপ্তি ভাঙার তাড়া
নব জীবনের মহা উৎসব কখন বা শুরু হবে ?

নিমেষ না যেতে বাজবেই কানে করুণ বিদায়-বাণী
দুই দণ্ডের অতিথি আমরা সে ত' সকলেই জানি,
তা হলে মিথ্যে শুভলগ্নের এতটুকু অপচয়
মরণ-যাত্রী তবু ত' আমরা অমৃতের সন্ধানী ।।

:: www.banglainternet.com ::

৪

গত বছরের বেদনা-মলিন স্বপ্নের সম্ভারে
নতুন বছর নতুন কণ্ঠে ডাক দিয়ে যায় দ্বারে,
গত বছরের ক্ষত-বিক্ষত জ্ঞান-বিদগ্ধ প্রাণ
ভেঙে ভেঙে যায় চির অকরুণ মৃত্যুর হাহাকারে।

মালঞ্চ থেকে ঝরে গেছে ফুল যে-মাটিতে বন্ধুর
থেমেছে যেখানে শাখা-প্রশাখার নিবিড় প্রাণের সুর,
সে-মাটির কোলে জন্ম নিয়েছে নতুন আশার ফুলে
নতুন দিনের জীবন-ফসল নতুন তৃণাঙ্কুর ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫

ঝরা গোলাপের পথে মুছে গেছে ইরামের সম্পদ,
প্রাণোল্লাসের ছন্দ-মাতাল দুরন্ত দুর্মদ
জামশীদ নেই, জীবন-মদিরা পূর্ণ পেয়ালা তার
ভেঙে চুরমার, কালের প্রহার কিছুতে হয়নি রদ।

তবু আজো দেখি সবুজ পাতার মমতা লুটানো ভুঁয়ে
দ্রাক্ষালতারা প্রতি মরশুমে ফলভারে পড়ে নুয়ে
মাঠে-প্রান্তরে আজো তবু দেখি তৃণ-ফসলের হাসি
মালঞ্চ জাগে ছায়া-নির্জন নদীতীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে॥

:: www.banglainternet.com ::

৬

দাউদের সুধাকণ্ঠ নিথর মৃত্যুর বন্ধনে
চির নিমগ্ন অজানা লোকের বাণীহারা ক্রন্দনে।
তবু যেন কোন্ প্রাচীন লুপ্ত স্বর্গলোকের সুরে
বিহগ-কণ্ঠ কানাকানি করে গোলাপের নন্দনে:

নব জীবনের জলসায় বসে ঢালো ঢালো বন্ধুরা
অতৃপ্ত সাধে পূর্ণ পেয়ালা রক্ত-দ্রাক্ষা-সুরা,
ক্লান্তি-মলিন হতাশ্বাসের হরিৎ বর্ণ মুছে
রক্তিম হ'ক দুইটি গণ্ডে যৌবন-তন্তুরা॥

:: www.banglainternet.com ::

৭

মুসাফির এসো উদ্দাম নব জীবনের রঙে রূপে
ভোগের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে নাও চুপে চুপে
গত বছরের তিক্ত স্মৃতির ক্রন্দন-লেখা যত
শেষ হ'ক জ্বলে নব ফাগুনের সুধা সুরভিত ধূপে।

কালের বলাকা থেমেছে এখানে এক নিমেষের তরে
দু'হাতে কুড়াও যা-কিছু লভ্য এইটুকু অবসরে,
দুইটি দণ্ড শেষ না হতেই সে-বলাকা পুনরায়
এই সমারোহ ভেঙ্গে চলে যাবে অজানা দিগন্তরে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৮

হাজার নতুন মঞ্জরী এলো শাখাপ্রশাখার কোলে
নীরব কুঞ্জ মুখরিত হ'ল সঙ্গীতে কলরোলে
পুরানো পাতারা বিবর্ণ মুখে ঝরে গেল ধরণীতে,
নতুন দিনের হাজার বৃন্তে নব পল্লব দোলে।

নতুন বছরে যে প্রভাতগুলি আনে আনন্দ-তিথি
গোলাপে গোলাপে সহসা জাগায় নতুন রঙের প্রীতি,
জামশীদ আর কায়কোবাদেরা তারি মোহনীয় সুরে
ভেসে চলে যায় নীরবে জানায়ে জীবনের স্বীকৃতি ॥

:: www.banglainternet.com ::

৯

ওমরের সাথে চলে এসো তবে ভাবনাবিহীন মনে
কায়খসরু ও কায়কোবাদেরা ডুবুক বিস্মরণে
বিক্রমশালী রুস্তমেরাও যাক না তাদের পিছে
হাতিম তাইয়ের বাসনা ঝরুক অতিথি অন্বেষণে ॥

:: www.banglainternet.com ::

১০

আমরা কোথাও চলে যাই দূরে কোনো অজ্ঞাত পথে
নব জীবনের অচেনা সুদূর আর কোনো সৈকতে,
অগ্নিরুক্ষ মরু পার হয়ে কোনো শ্যামলের দেশে
আমরা আবার সুখনীড় বাঁধি অবশেষে কোনোমতে।

প্রভুর প্রতাপ অথবা তুচ্ছ গোলামের লাঞ্ছনা
সেখানে কখনো আমাদের কারো হবে না দুর্ভাবনা,
স্বর্ণখচিত কোনো বাদশাহী কুর্সিতে সমাসীন
মাহমুদ নামে কোনো সুলতান ছিল কি না জানব না॥

:: www.banglainternet.com ::

১১

এখানে কোথাও পল্লবঘন নির্জন তরুতলে
বসে থাকি যদি নিরুদ্বিগ্ন দিন কাটাবার ছলে
সাথে থাকে যদি কিছু আহার্য, মদিরা পাত্র-ভরা
একটি কাব্য সুরভিসিক্ত ছন্দের শতদলে :

নব জীবনের সলাজ মধুর বিস্ময়ে সচকিতা
সাথে থাকো যদি লীলায়িত তনু মধুমুখী মধুমিতা,
তনুতে মুছায়ে তনুর পিপাসা আর যদি গাহো তুমি
ফিরদৌসের সমারোহে হবে এ বনানী সুশোভিতা॥

:: www.banglainternet.com ::

১২

এই ধরণীতে প্রভুত্ব আর গৌরব-লোভাতুর
কারো মনে জাগে অন্তবিহীন দুরাশার অঙ্কুর,
সুদুর্লভের অভিসারে কেউ উন্মাদ অস্থির
কেউ জান্নাতে ঠাঁই পাবে বলে দিনান্ত তৃষাতুর।

ভবিষ্যতের সঞ্চয়-ভরা সুখ-কল্পনা ভুলে
দিন কেটে যাক বর্তমানের মালঞ্চে ফুল তুলে,
আকাশ প্রদীপ হ'ক সুন্দর তবু সে আলোর শিখা
তামসবধূরে রজত চাঁদের দেবে না দুয়ার খুলে॥

:: www.banglainternet.com ::

১৩

আশে পাশে যত গোলাপ-কন্যা চেয়ে আছে হাসি মুখে
ডেকে বলে তারা, মাটির ধূলিতে ফুটেছি পরম সুখে :
রেশমের মত কোমল পাপড়ি যখনই আমরা খুলি
তৃষিত বনানী সুরভি ছোঁয়ায় মেতে ওঠে কৌতুকে ॥

:: www.banglainternet.com ::

১৪

ধরার ধূলিতে কোনো সাধ-আশা হয়ত মেটেনি কারও
যে-সাধ মিটেছে কয়টি দণ্ডে সমাপ্তি এলো তারও,
ধূসর মলিন মরুভূর বুকে কয়টি তুষার কণা
মেলে যায় যেন দগ্ধ-দিনের অশেষ তৃষ্ণা আরও॥

:: www.banglainternet.com ::

১৫

আয়াসলব্ধ প্রজ্ঞা-ফসলে পরম বিত্তগুলি
হেলায় ছড়ায় যারা বারবার মুঠো মুঠো যেন ধূলি,
বিত্তবিহীন সকলের সাথে সমান মূল্য তারও
সে আর ফেরে না কবরে হারালে জীবনের দ্বার খুলি ॥

:: www.banglainternet.com ::

১৬

ভেবে দেখো এই প্রাচীন জীর্ণ সরাইখানার কোলে
দিন রাত্রির দুয়ার যেখানে পর্যায়ক্রমে খোলে,
কত সুলতান এসেছে সেখানে কত শান শওকতে
ফিরে গেছে তারা কে জানে কোথায় প্রহর সাঙ্গ হলে॥

:: www.banglainternet.com ::

১৭

শাহী দরবারে একদা যেখানে সম্রাট জামশীদ
দ্রাক্ষা-নেশায় দ্বিধা-ভীরুতাকে করেছে না-উম্মীদ,
সেখানে এখন প্রতি প্রত্যুষে প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা
সরীসৃপ আর সিংহেরা ভাঙ্গে কবরখানার নিদ।

একদা যে ছিল শ্রেষ্ঠ শিকারী দুর্জয় বাহরাম
কবরের ঘুমে ঢাকা পড়ে গেছে যত কিছু তার নাম।
পদাঘাত করে রাসভেরা তার কবরে অবহেলায়
তবু তার চোখে নিস্তরঙ্গ নিদ্রার বিশ্রাম॥

:: www.banglainternet.com ::

১৮

মাঝে মাঝে আমি অকারণ ভাবি বিষণ্ণ আনমনা,
গোলাপ কখনো পায় নি তেমন লোহিত বর্ণকণা—
কোনো অভাগ্য 'সীজারের' ক্ষত-বিক্ষত দেহ থেকে
গোরের মাটিতে লেগেছে যেমন বর্ণ-আলিম্পনা।

সে-কানন-দেহে বহু বিচিত্র অন্ধকারের মত
আছে অগণন লতা-মঞ্জরী ফুল-পল্লব যত
অগোচরে বুঝি কোনো অতুঙ্গন শিরের ভূষণ খুলে
ঝরে পড়েছিল একদিন তারা সহসা ইতস্ততঃ॥

:: www.banglainternet.com ::

১৯

এই যে তোমার পদ-লাঞ্ছিত সুকুমার বল্লরী
আপন বর্ণে নদীতীর ভূমি রেখেছে মুখর করি—
আরও আলগোছে দু'চরণ রাখো এ-প্রেয় মহাঙ্গণে
কে জানে সে কোন অধর-মাধুরী পড়েছে এখানে ঝরি॥

:: www.banglainternet.com ::

২০

বর্তমানের প্রাঙ্গণে বসে যে-সুধার আস্বাদে
ভুলে যেতি পারি ভবিষ্যতের হতাশা নির্বিবাদে,
ভুলে যেতে পারি বেদনা-তিক্ত অতীতের যত গ্লানি
মধুমুখী প্রিয়া সে-সুধাপাত্র দাও না আমার হাতে।

মিছে জল্পনা অনির্দিষ্ট আগামী কালের কথা,
আগামী কাল ত' ভেঙে দিতে পারে আজকের সফলতা;
এ-প্রাণের সাড়া মুছে দিতে পারে আগামী রাতের পটে
স্মরণ-পীড়িত পুরাতন কোনো তারকার নীরবতা॥

:: www.banglainternet.com ::

২১

ভাগ্যমন্ত এসেছিল যারা শুভলগ্নের দান
বড় ভালোবেসে দিয়েছি তাদের মধুফাগুনের ঘ্রাণ,
শুধু ক'টিবার জীবন-পাত্রে তৃষ্ণা মিটায়ে তারা
একে একে সবে মেখে নিল দেহে চিরসুপ্তির গান ॥

:: www.banglainternet.com ::

২২

কারও ফেলে যাওয়া শূন্য আসরে নূতন মহোৎসবে
আমরা এখন সুখ-প্রমত্ত বসন্ত-কলরবে,
একদিন যবে নিমগ্ন হবো কবরের বিশ্রামে
এ-দেহ সেদিন কোনো অচেনার সুপ্তিশয্যা হবে ।।

:: www.banglainternet.com ::

২৩

মাটির ধূলিতে জন্মের মত লুপ্ত হবার আগে
তা' হ'লে কুড়াই যা কিছু লভ্য সকলের পুরোভাগে
তারপর ধূলি তুচ্ছ মলিন মিশব ধূলিতে শেষে
সঙ্গীতহীন মদিরাশূন্য কালের সমাধি-বাগে ।।

:: www.banglainternet.com ::

২৪

যারা মশগুল আজকের মধু চৈত্রের গানে গানে
অথবা যাদের দৃষ্টি প্রখর আগামী কালের টানে
অন্ধকারের প্রহরী বলেছে তাদের সবারে ডেকে,
কিছুই লভ্য নেই তোমাদের এখানে বা কোনোখানে ॥

:: www.banglainternet.com ::

২৫

দুই জাহানের চতুর সূক্ষ্ম বিচার-তর্কে যারা
জ্ঞান-বিদগ্ধ সুফী-দরবেশ নিয়ত আত্মহারা,
বিস্মৃত তারা জীবনের কাছে, তাদের বিধি-বিধান
পরিত্যক্ত প্রলাপের মত আবর্জনায় সারা॥

:: www.banglainternet.com ::

২৬

জ্ঞানীরা তা হ'লে দূরেই থাকুন বাক্যের বোঝা হাতে
তোমরা সকলে হাজির হওনা ওমরের জলসাতে,
সবই ত' মিথ্যে, নিশ্চিত শুধু সেই নিরাশার সুর :
যে-ফুল ফুটেছে তার সমাপ্তি মৃত্যুর অপঘাতে ॥

:: www.banglainternet.com ::

২৭

বালক-বয়সে অনেক ঘুরেছি সুফী জ্ঞানীদের সাথে
নানান বিষয়ে শুনেছি তাঁদের অভিমত দিনে রাতে
আমার জ্ঞান ত' হাজার প্রয়াসে বাড়েনি একটি কণা,
দুই কান ভরে যা কিছু শুনেছি ভুলেছি নিমেষপাতে ।।

:: www.banglainternet.com ::

২৮

জ্ঞানের যে-বীজ তাঁদের সঙ্গে বুনেছি হাজার প্রাতে
লালন করেছি সে-বীজের দান যে-তরু নিজের হাতে,
তার থেকে শুধু বছরে বছরে এই ত' পেয়েছি ফল :
স্রোতে ভেসে এসে উড়ে চলে যাবো বাতাসের সাথে সাথে ॥

:: www.banglainternet.com ::

২৯

লক্ষ্যবিহীন পথে পথে ঘুরি নিত্য দিবস যামী
কেন এ ধরার ধূলিতে এলাম সে-কথা জানিনে আমি;
শূন্য মাঠের রিক্ততা ছুঁয়ে এখান থেকে আবার
জানিনে সে কোন্ আঁধার অতলে কবে চলে যাবো নামি ।।

banglainternet.com

:: www.banglainternet.com ::

৩০

দিক দিশাহারা উল্কা-গতির সময় ঘোড়-সওয়ার
কোথা থেকে এসে কোথায় ছুটছি এমন দুর্নিবার ?
উদ্ধত সেই জটিল তিক্ত প্রশ্নের অভিশাপ
চাপা দিয়ে যাক পূর্ণপাত্র ফেনায়িত মদিরার ।।

:: www.banglainternet.com ::

৩১

পৃথিবীর থেকে সাত আকাশের বিস্তৃতি বহুদূর
শনিগ্রহের দুয়ার পেরিয়ে পথরেখা বন্ধুর
সকলই বন্দী আমার জ্ঞানের সীমানার বন্ধনে,
তবু অজ্ঞাত মৃত্যু এবং ভাগ্যলিপির সুর ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩২

রুদ্ধ দ্বারের কুঞ্জী কোথায়? ব্যর্থ আকিঞ্চন!
একটি নেকাব, রহস্য যার হল না উন্মোচন,
দু'চার দণ্ড তোমার আমার তুচ্ছ আলাপচারী
ক'টি মুহূর্ত, তারপর জানি সব কথা সমাপন ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৩

স্বর্গের কাছে আমি বারবার সকাতরে শুধালাম:
দুর্গত যারা আঁধারের পথে ভাগ্যের শিশু নাম,
কি প্রদীপ ধরে অদৃষ্ট বিধি দেখাবে তাদের পথ?
স্বর্গের বাণী: শুধু প্রত্যয়ে পূর্ণ মনস্কাম॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৪

মাটির পেয়ালা দু'ঠোঁটে ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে শুধালাম ঃ
এই জীবনের কিবা রহস্য কতটুকু তার দাম ?
মাটির পেয়ালা শোনাল আমাকে ঃ ভোগ করো প্রাণ ভরে
মরণে হারালে ফিরবে না আর কোনো পরিচিত নাম ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৫

এই যে মাটির পাত্র এখন বিচিত্র ভঙ্গীতে
আমাকে শোনালো কথাগুলি তার অস্ফুট সঙ্গীতে ;
যে-কঠিন ঠোঁটে এখনি আমার ঠোঁট দু'টি রাখলাম
কত চুম্বন পারাবার তাকে হয়েছে যে লঙ্ঘিতে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৬

একদিন হাটে বিস্ময়ে দেখি দু'হাতে বারংবার
সবলে ছানছে সিক্ত মাটির পিণ্ড কুম্ভকার।
ভিজে মাটি তাকে শুধু ক'টি কথা শোনালো ক্লান্ত সুরে ঃ
হালকা হাতের পরশ বন্ধু দাও না একটিবার॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৭

সময়ের পাখী করুক সুদূর দিগন্ত-অর্চনা
আজ এই দিনে ছায়াতে-আলোতে এত যদি আল্পনা,
কানায় কানায় ভরোনা পেয়ালা দ্রাক্ষা মদিরা ঢেলে
গতকাল আর আগামী কালের মিথ্যে দুর্ভাবনা ॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৮

চির মৃত্যুর পথ-সীমান্তে কেবলি হতাশ্বাস
জীবনের স্বাদ কুড়িয়ে নেবার মুহূর্ত অবকাশ,
ভোগের সুরভি নাও ত্বরা ক'রে পথযাত্রীরা সবে
এখুনি বাজবে যাত্রাশেষের অকরুণ পরিহাস॥

:: www.banglainternet.com ::

৩৯

কী যে পেতে চাই তারই অতৃপ্ত নিষ্ফল সন্ধানে
আর কতদিন স্বপ্নের ঘোরে কাটবে কেই বা জানে,
মিথ্যে অথবা তিক্ত ফলের কটু আস্বাদ থেকে
শতগুণ শ্রেয় জীবন কাটানো দ্রাক্ষার সুধা পানে॥

:: www.banglainternet.com ::

৪০

বন্ধু জানো ত' সে কবে আমার লীলা-নির্জন ঘরে
মদিরামত্ত বাসর জেগেছি চৈত্রের অবসরে,
নীরব করেছি প্রাচীন বন্ধ্যা যুক্তির যত বাণী
দ্রাক্ষা-দুহিতা শয্যাশায়িনী হয়েছে আমার তরে ।।

:: www.banglainternet.com ::

৪১

কবেই করেছি 'থাকা' 'না-থাকার' প্রশ্নের নিরসন
অধো-ঊর্ধ্বের জটিল তত্ব হয়ে গেছে নিরূপণ
কোনো কিছু তার ছায়াচ্ছন্ন করেনি ত' এ-হৃদয়,
দ্রাক্ষা মদিরা মুখর রেখেছে এ-মনের অঙ্গন ॥

:: www.banglainternet.com ::

৪২

এই ত' সেদিন সরাইখানার আধখোলা দোর ঠেলে
সন্ধ্যালগ্নে এসেছিল এক ফেরেশ্‌তা পাখা মেলে
আমাকে বল্‌ল, পান করো এই কাঁধের সোরাহি থেকে।
পান ক'রে দেখি সেই পরিচিত দ্রাক্ষা নিয়েছি ঢেলে॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৩

আঙুর রসের অটুট কঠিন যুক্তির খরধারে
সব ধর্মের সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা হ'তে পারে,
এ-সুধারসের যৌবন-যাদু-রসায়ণ-কৌশলে
মলিন জীবন ভরে যেতে পারে সুবর্ণ সম্ভারে ।।

:: www.banglainternet.com ::

৪৪

মানবাত্মাকে কলুষিত-করা দুঃখ নিরাশা যত
যাদু তলোয়ারে ছিন্ন ভিন্ন ধ্বংস করার মত,
এ যেন শৌর্যে অটল হৃদয় বিজয়ী মাহমুদের
বিধর্মীদের বিশ্বজয়ের অভিযান অবিরত ॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৫

জ্ঞানীরা না হয় বিচারে বিবাদে কলহে থাকুন রত,
সৃষ্টিতত্ত্ব তর্ক এড়িয়ে নির্জনে অন্ততঃ
আমরা সবাই ভেল্কী হাতের তুচ্ছ খেলনা যার,
সেই আমাদের অদৃষ্ট নিয়ে খেলি না মনের মত ॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৬

ভিতরে বাইরে উঁচুতে নীচুতে অথবা চতুর্দিকে
অর্থবিহীন স্বাক্ষর এঁকে পিঙ্গলে গৈরিকে
চলেছে মায়ার নিশি-দিনান্ত দুর্বোধ পাশা খেলা
রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের আসা-যাওয়া লিখে লিখে॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৭

এই যে অধরে শরম-রক্ত চুমার প্রগলভতা
একে একদিন মলিন করবে মরণ-প্রমত্ততা,
তা' হ'লে মিথ্যে আগামী কালের অকারণ সংশয়ে
কেন ভেঙে দেবো আজকের মধু ফাগুনের পূর্ণতা ॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৮

নদীতীর ছুঁয়ে যতদিন আছে তাজা গোলাপের গান
ওমরের সাথে রক্তিম সুরা পান করো অফুরাণ,
শেষে একদিন দেবদূত এসে কৃষ্ণ পানীয় ঠোঁটে
যখন ধরবে, এমনি পুলকে তাও করে নিও পান ॥

:: www.banglainternet.com ::

৪৯

দিন-রাত্রির রঙ দিয়ে আঁকা দাবার ছকটি মেলে
নসীব খেলছে বিচিত্র খেলা মানুষের ঘুঁটি চেলে ;
ঘর থেকে ঘরে চালে চালে ঘুঁটি পড়ছে মরছে আর
দান শেষ হলে আবার তাদের বাক্‌সে রাখছে ঢেলে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫০

ঘুঁটি চলে ফেরে অপরের হাতে দক্ষিণে আর বামে
যেমন চালায় খেলোয়াড় তাকে চলে সে অথবা থামে,
যিনি চেলেছেন ঘুঁটির মতন তোমাকে খেলার মাঠে—
এ-খেলার যত পণ্য বিকোয় তাঁরই নিয়মের হাটে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫১

সচল হাতটি লিখেই চলেছে বিরাম-বিহীন গতি
লিখেই চলেছে এক থেকে এক সবার ভাগ্য-নথি,
একবার কোনো অদৃষ্ট-লিপি লেখা সমাপ্ত হ'লে
সে-হাত মোছে না একটি বর্ণ কারও লাভ কারও ক্ষতি॥

:: www.banglainternet.com ::

৫২

চির অধোমুখ পেয়ালার মত এই যে আকাশখানি
বাঁচি আর মরি যার নীচে তবু এই দেহভার টানি
কোনো লাভ নেই তার কৃপা আর করুণা প্রত্যাশায়,
সে যে নিশ্চল আমাদেরি মত সে কথা আমরা জানি ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৩

এই পৃথিবীর মৃত্তিকাছানা প্রথম কাদার ছাঁচে
সর্বশেষের মানুষটিও যে নির্ণীত এক ধাঁচে,
পাঠ করা হবে যে ললাটলিপি মহা বিচারের প্রাতে
নব সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে তা-ও ত' লিখিত আছে॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৪

প্রথম যেদিন প্রজ্জ্বলন্ত ধূমকেতু পার হয়ে
যাত্রা আমার মাটির ধূলায় জীবন-পণ্য লয়ে
আকাশে তখন সজাগ প্রহরী পারভিন মুশতারী
আমাকে অশেষ আশ্বাসবাণী কানে কানে গেল কয়ে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৫

দ্রাক্ষালতাটি ঘিরেছে আমাকে ললিত শিথিল হাতে।
সুধীরা না হয় বিদ্ধ করুন বিদ্রূপে কশাঘাতে;
আমার মৌল ধাতুর চাবিতে খুলবে রুদ্ধ দ্বার
ও-প্রান্তে যার তাঁদের কণ্ঠ ধ্বনিত গঞ্জনাতে॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৬

প্রেমের না হয় পরম ঘৃণার উৎস বিচ্ছুরিত
সে-আলোক যদি সহসা আমাকে উন্মাদ ক'রে দিত,
কণাটুকু তার ছুঁয়ে যেত যদি পানশালাটির কোণে
মন্দির তবে জন্মের মত হত যে নির্বাসিত॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৭

তোমার চাতুরী, তাই ত' আমার পথে পথে ফাঁদ-পাতা
যত সুগোপন চোরাখাদ কাটা তুমি তার নির্মাতা,
তবু সেই ফাঁদে সেই চোরাখাদে আমি যদি ধরা পড়ি
তাকে বলা হবে আমারি পতন হে অদৃষ্ট বিধাতা ॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৮

তোমার সৃষ্টি তুচ্ছ মানুষ এ-মাটির পৃথিবীতে
তোমারি সৃষ্টি শয়তান সাপ ফিরদৌসের ভিতে
মানুষের ক্ষমা তোমার জন্যে তবু ত' রয়েছে জমা
কিছু প্রতিদান তোমারও ক্ষমার তারা যেন পারে নিতে॥

:: www.banglainternet.com ::

৫৯

সে কাহিনী শোনো, এক সন্ধ্যায় মাহে রমজান শেষে
আকাশে তখন ঈদের নতুন চাঁদটি উঠেছে হেসে,
একাকী এসেছি কুম্ভকারের ক্ষুদ্র দোকানটিতে
নানা গড়নের পাত্র সেখানে সজ্জিত নানা বেশে ॥

banglainternet.com

:: www.banglainternet.com ::

৬০

বিস্ময়ে দেখি সরব-কণ্ঠ কুম্ভ কয়েক সার
বাকী সবগুলি অনড়-পিণ্ড নীরব নির্বিকার;
সহসা তাদের কোনো একজন প্রশ্ন করল রোষে :
দয়া করে বলো কারা বা কুম্ভ কে বা সে কুম্ভকার ।।

:: www.banglainternet.com ::

৬১

অপর কুম্ভ বললো : তা' হলে তাল তাল কাদা ছেনে
সৃষ্ট আমরা, সে কি শুধু এই ছেলেখেলা হবে জেনে ?
সুনিপুণ হাতে যিনি আমাদের গড়েছেন পরিপাটি
সেকি আমাদের ভাঙতেই শুধু আবার ধূলিতে এনে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৬২

অপর কুম্ভ সে-কথায় হেসে বললো গভীর স্বরে ঃ
দুষ্ট শিশুও আপন খেলনা ভাঙেনা ত' ক্রোধভরে।
যে-জন গড়েছে এ-কুম্ভগুলি শত প্রীতি মমতায়
ভাঙবে সে পুনঃ আপন সৃষ্টি নির্মম অন্তরে॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৩

এ-কথায় যত সরব কণ্ঠ নীরবতা নিল মাখি
একটি কুম্ভ, অতি কদর্য, বললো : একটু বাকি
পরিহাস বলে মনে হ'তে পারে, তবু জিজ্ঞাসা করি
নির্মাণ কালে কুম্ভকারের হাত কেঁপেছিল নাকি ?

:: www.banglainternet.com ::

৬৪

অপর কে যেন বলল : সে এক দুশমন দুর্মুখ
দোজখের ধোঁয়া-বিবর্ণ রঙে চিত্রিত তার মুখ,
সে নাকি কঠোর যাচাই করবে সকলকে আমাদের
লোকটা ত' ভালো, হয়ত কাটবে নসীবের যত দুখ্ ॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৫

আরও একজন বলল গভীর দীর্ঘশ্বাসে গলে :
এ-মাটির দেহ শুকিয়ে গিয়েছে ব্যবহার নেই বলে,
আমাতে আবার ঢেলে দাও সেই পুরাতন রসধার
তা' হলেই নব জীবনের তেজে এ-দেহ উঠবে জ্বলে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৬

কুম্ভগুলোর বাক্যালাপের কোনো এক অবসরে
কে যেন দেখল ঈদের চাঁদটি সুদূর দিগন্তরে,
'ওই ত' আওয়াজ সুরা পেয়ালার এখুনি মিলবে স্বাদ'
মুহূর্তে কলকণ্ঠ সবাই বললো সমস্বরে॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৭

দ্রাক্ষারুধিরে হ'ক তবে নব-জীবন সঞ্জীবিত
সুরাস্নানে করো সিক্ত আমার এই দেহখানি মৃত,
আঙুর পাতার হালকা নরম কাফন জড়িয়ে শেষে
গোর দিও ছায়া-নির্জনে তরু যেখানে পল্লবিত॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৮

মৃত্যু-নিথর আমার দেহের ধূলি মৃত্তিকা থেকে
সুরভির জাল ছড়িয়ে পড়বে বাতাসের ছোঁয়া মেখে
সে-মদির ঘ্রাণে আনমনে কভু পথ দিয়ে যেতে যেতে
বিশ্বাসীরাও হয়ত উঠবে দ্রাক্ষা-নেশায় জেগে ॥

:: www.banglainternet.com ::

৬৯

যে পুতুলগুলি এ-প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতাম তারা
মানুষের চোখে আমাকে করেছে সম্ভ্রম খ্যাতিহারা
আমার যা-কিছু সুখ্যাতি আর সম্মান মর্যাদা
দ্রাক্ষারসের অনতিপাত্রে সবই ত' হয়েছে সারা ॥

:: www.banglainternet.com ::

৭০

অনুতাপ ক'রে কতবার আমি কসম খেয়েছি ঢালা,
তখন কি নেশা কেটেছিল আর মুছেছিল তার জ্বালা ?
তারপর এলো বসন্ত দিন গোলাপের মরসুম
একটি নিমেষে চাপা পড়ে গেলো অনুশোচনার পালা ॥

:: www.banglainternet.com ::

৭১

দ্রাক্ষারসের আচরণ যেন অবিশ্বাসীর মত
ছিনিয়ে নিয়েছে চোখের নিমেষে আমার সুনাম যত।
শারাব বিক্রেতারা আমি ভাবি মাঝে মাঝে সংশয়ে
তার পণ্যের অর্ধমূল্য পেয়েছে কি অন্ততঃ॥

:: www.banglainternet.com ::

৭২

গোলাপের সাথে মধু বসন্ত ঝরে যাবে সে ত' জানি
সমাপ্ত হবে যৌবন-রাঙা জীবনের লিপিখানি।
শাখায় শাখায় লীলাচঞ্চল সুকণ্ঠ বুলবুলি
কে জানে কখন নিরুদ্দেশের হবে পথ-সন্ধানী॥

:: www.banglainternet.com ::

৭৩

তুমি আর আমি অবারণ হয়ে ভাগ্যের সম্ভারে
নিতে কি পারি না বিমুখ সময় নিজেদের অধিকারে,
এই পৃথিবীর সব কিছু বাধা বিপত্তি ভেঙেচুরে
মনোমত করে আবার আমরা গড়তে পারি না তারে॥

:: www.banglainternet.com ::

৭৪

আকাশের বুকে আমার খুশীর চাঁদটির নেই ক্ষয়
অবারিত নীলে সে যে অফুরাণ আনন্দ সঞ্চয়,
এমনি আকাশে না জানি সে আরও কতবার ফিরে এসে
খুঁজবে আমাকে এ-উদ্যানের আঁধারে সুনিশ্চয়॥

:: www.banglainternet.com ::

৭৫

কোনো ফাল্গুন সন্ধ্যা লগনে হয়ত অন্যমনে
আগের মতন অনুরাগ-রাঙা নিমেষ অন্বেষণে
নূতন তারার অতিথি-সভায় মখমল তৃণ দলে
মধুমুখী প্রিয়া আসবে আবার নিভৃত কুঞ্জবনে;

banglainternet.com

আসবে, যেখানে জীবনের লোভে আমিও এসেছিলাম
তোমার শান্ত সুরভিতে আমি ক্লান্তি ঢেকেছিলাম,
সেই পরিচিত ভূমি পরে তুমি দিও গো উপুড় ক'রে
একটি শূন্য মদিরা পাত্র জড়ায়ে আমার নাম॥

:: www.banglainternet.com ::

তামাম শুদ

:: www.banglainternet.com ::

এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ডের
প্রথম সংস্করণ থেকে অনূদিত।

:: www.banglainternet.com ::